দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 5 FEB 2005 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

খুলনা পলিটেকনিকে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে আহত অর্ধশতাধিক

ভাংচুর-লাঠিচার্জ-অবরোধ ॥ শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

॥ খুলনা অফিস ॥

রেফার্ড পরীক্ষার নতুন নিয়ম বাতিলের দাবিতে গতকাল রবিবার আন্দোলনরত খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের মুহুর্মুহু সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক ছাত্র ও পুলিশ আহত হয়েছে। প্রায় ৪ ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলাকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তিনটি ট্রাক ভাংচুর এবং খুলনা-যশোর মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও টায়ারে আগুন ধরিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। ফলে এই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ইনস্টিটিউট সংলগ্ন এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ ও অর্ধশত রাউন্ড টিয়ার, গ্যাস নিক্ষেপ করে। এদিকে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিকাল ৪টার মধ্যে ছাত্রদের তিনটি ও ছাত্রীদের ১টি আবাসিক হল ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে এ নির্দেশ না মানার ঘোষণা দিলেও পরে তারা শান্তিপূর্ণভাবে হল ত্যাগ করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ৩১ জানুয়ারি ইনস্টিটিউটের ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম সেমিস্টারের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়। এছাড়া কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোন ছাত্র-ছাত্রী একবারের বেশি রেফার্ড পরীক্ষা দিতে পারবে না। নতুন প্রবর্তিত এ নিয়ম বাতিলের দাবিতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অধ্যক্ষের কার্যালয়, একাডেমিক ভবন ও হলের জানালা-দরজাসহ আসবাবপত্র ভাংচুর করতে থাকে। খবর পেয়ে খালিশপুর থানা থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পুলিশও ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ ও টিয়ার- গ্যাস নিক্ষেপ করে। এক পর্যায়ে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ক্যাম্পাস থেকে সামনের রাস্তায় ও পরে খুলনা-যশোর মহাসড়ক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে গোটা এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। উত্তেজিত [illegible] গোডাউনের সামনে একটি ও খুলনা-যশোর মহাসড়কের বৈকালী বেঙ্গল পেট্রোল পাম্পের সামনে দুইটি ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া উত্তেজিত ছাত্ররা মহাসড়কে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি ফেলে এবং টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে। ফলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে কয়েক দফায় সংঘর্ষ, পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেলের আঘাতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র তানজির ইসলাম রুবেল, (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

খুলনা পলিটেকনিক

(প্রথম পৃঃ পর)

সাকি, লিংকন, মুরাদ, সালাউদ্দিন টিপু, নয়ন, মাসুদ, ইমরান, তারিক, সোহাগ, জব্বার, সজিব ও টুটুলসহ অর্ধশতাধিক ছাত্র ও পুলিশ ইন্সপেক্টর কামাল উদ্দিন, এসআই বীরেন্দ্রনাথ এবং কনস্টেবল শামসুল হক আহত হন। সংঘর্ষকালে ঘটনাস্থলে ৫ প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন ছিল।

দুপুর ২টার দিকে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ জরুরি বৈঠকে বসেন। বৈঠক শেষে বিকাল সাড়ে ৩টায় ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কুমারেশ চন্দ্র পাল জানান, বিকাল ৪টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা হল ত্যাগ করতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, হল বন্ধ ঘোষণা করা হলেও ইনস্টিটিউটের একাডেমির কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলবে। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের ফাইনাল পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া সংঘর্ষের ঘটনায় তারা থানায় মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিকে ছাত্ররা অভিযোগ করে বলেন, নতুন প্রবর্তিত পরীক্ষা পদ্ধতি খুবই অমানবিক। কোন ছাত্র একবার রেফার্ড পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তার শিক্ষাজীবন নষ্ট হয়ে যাবে। অন্যথায় তাকে নতুন করে আবারো প্রথম থেকে লেখাপড়া শুরু করতে হবে, যার ব্যয়ভার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তারা এ অমানবিক পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানান।